সংবাদ

00070

তারিখ 19 SEP 1985
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

এবারের এস, এস, সি পরীক্ষার ফলাফল ও একটি ব্যক্তিগত সমীক্ষা

19 SEP 1985

শরিফা খাতুন

(শেষাংশ)

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম দু'টি সাধারণ উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে উভয় ধারার জন্য কয়েকটি বিষয় (বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, ইংরেজী) আবশ্যকীয় করা হয়েছে। উভয় শাখার ছাত্র-ছাত্রী নিজের ইচ্ছা, আগ্রহ, দক্ষতা অনুযায়ী নৈর্বাচনিক বিষয়গুলো অধ্যয়ন করবে। উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতির জন্য যারা সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের অন্যো বিজ্ঞান বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ, কিংবা বিভাগে অধ্যয়ন করার সুযোগ থাকবে। সীমিত-সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এই বিভাগগুলো নির্বাচন করবে। প্রতিটি বিভাগে আবশ্যকীয় বিষয়ের সঙ্গে ঐচ্ছিক বিষয় এবং একটি করে বৃত্তিমূলক বিষয় নির্বাচনের সুযোগ থাকবে।

অপরদিকে যারা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করবে তারা নবম শ্রেণী হতে বৃত্তিমূলক কোর্সসমূহ থেকে নিজের পছন্দমত কোর্স নির্বাচন করবে। মোট ১০০০ নম্বরের মধ্যে বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান, ইংরেজী মিলিয়ে ৫০০ নম্বর এবং বৃত্তিমূলক বিষয়ে ৫০০ নম্বর থাকবে। কমিশন ৪১টি বৃত্তিমূলক কোর্সের তালিকা করেছেন। তবে স্থানীয় এলাকার প্রয়োজন বিবেচনা করে তালিকা-বহির্ভূত কোর্সও শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কমিশন অভিমত পোষণ করেন যে, দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী এক বা একাধিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সরকারী ও স্থানীয় উদ্যোগে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আবার টেকনিক্যাল এডুকেশন ডাইরেক্টরেট অধীনে সরকারী খাতে যে সকল বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, কমিশনের মতে তারাও বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তন করে ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা মিটাতে পারে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম বাস্তবায়নের সুপারিশ কমিশনের রিপোর্টে করা হয়। এতে বলা হয়েছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর ২০ শতাংশ বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমে নিয়ে আসার লক্ষ্য নেওয়া হবে। পরবর্তী পরিকল্পনায় এই হার বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ করা হবে।

এই বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রান্তিক হবে। এই শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা মধ্যস্তরের জনশক্তিতে পরিণত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। প্রস্তাবিত এ সকল বৃত্তিমূলক কোর্স আরো একভাবে সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে। অসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেশের জনশক্তি কিংবা সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মকুশল করে তোলার উদ্দেশ্যে এই বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা স্কুলের রুটিন-বহির্ভূত সময়ে তাদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এতে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হবে বটে, কিন্তু শিক্ষার যে বৃহত্তম স্বার্থ তাতে সাধিত হবে তার তুলনায় এই ব্যয় নগণ্য।

মাধ্যমিক স্তরে প্রান্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সবার জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা দুরূহ। আশা করা হচ্ছে যে, এদের অনেকেই নিজের উদ্যোগে স্বনির্ভর হয়ে কর্মসংস্থান করে নেবে। এজন্য অবশ্য মূলধন প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি সীমিত সম্পদের অধিকারী সেজন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীদের সহজ শর্তে মূলধন প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে কিংবা তাদের কর্মকুশলতাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রয়োজনমতো সমবায় সংস্থা গঠন করতে হবে। সরকারী প্রচেষ্টায় এ দু'টো ক্ষেত্রে সাহায্য পেলে অনেকেই চাকরি না খুঁজে আপন বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রয়োগের প্রয়াস পাবে এবং নিজের কর্মসংস্থান নিজেই সৃষ্টি করবে।

আবার বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও তাকে জনপ্রিয় করার জন্য 'শিখ ও উপার্জন কর' প্রকল্প চালু করা উচিত হবে।

কুদরত-এ-খুদা কমিশনের পর জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতিতেও নবম শ্রেণী থেকে উচ্চশিক্ষা প্রস্তুতিমূলক সাধারণ শিক্ষার ধারার পাশাপাশি বিভিন্ন ধারার বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে নবম শ্রেণীতে যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয় তাতে কুদরত-এ-খুদা কমিশন বা অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতির মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। জোড়াতালি দিয়ে যে পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে তা উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতির জন্য উপযোগী বলা যেতে পারে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই পাঠ্যক্রম কঠিন ও জটিল। পাঠ্যক্রমে প্রথমে আবশ্যকীয় বিষয়গুলো ছিল বাংলা (২), ইংরেজী (২), বিজ্ঞান (২), গণিত (১), ইতিহাস-ভূগোল-অর্থনীতি (২)। এর সঙ্গে শিক্ষার্থী একটি নৈর্বাচনিক বিষয় ও অপরটি অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিতে পারে। বছরের ৬/৭ মাস পরে পাঠ্যক্রমকে বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগ—এই দুই ধারায় বিভক্ত করা হলো। এই বিভাগের একটি প্রধান যুক্তি হলো আমাদের অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলে বিজ্ঞান বিষয় পড়াবার উপযুক্ত পরিবেশ, গবেষণাগার, শিক্ষক, উপকরণ নেই। সুতরাং সবাইর জন্য বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার বিষয়গুলোও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। কয়েকটি বিষয়ের পার্থক্য ছাড়া উভয় শাখার বিষয়গুলো এক। বস্তুতঃ দু'টি শাখার পাঠ্যক্রম উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব বলা যেতে পারে। পাঠ্যক্রমের অধিকাংশ বিষয়ে নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও জটিলতাও কোন কোন বিষয়ে বেশ প্রকট। ইংরেজী বিষয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত হয়েছে। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি কোর্সের ব্যবস্থা না করে নতুন উচ্চশিক্ষা প্রস্তুতিমূলক পাঠ্যক্রম চালু করে কর্তৃপক্ষ মারাত্মক ভুল করেছেন; এবং তারই মাসুল দিতে হচ্ছে হতভাগ্য লাখ লাখ কিশোর-কিশোরীকে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য এদের অনেকেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কর্মজীবনের কোন দক্ষতা লাভের সুযোগ তাদের

(৭-এর পাতায় দেখুন)

সংবাদ

তারিখ 19 SEP 1985
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

ঢাকা, বুধবার, ৩রা আশ্বিন, ১৩৯২
19 SEP 1985

এবারের এস, এস, সি পরীক্ষা

(৪র্থ পাতার পর)

হয়নি। তাই তাদের অনেকেই অদক্ষ শ্রম জীবনে ফিরে যাবে।

অপরদিকে এক মহলের ধারণা, গ্রেস মার্ক দিয়ে অধিকহারে পাস করানো ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। তবে একথা সত্য এস, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে এদের অনেকেই কলেজে, বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে অধ্যয়ন করে ভবিষ্যতের পেশার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারত। প্রকারান্তরে বলা যায়, এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তাদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে অসংখ্য ছেলে-মেয়ের কর্মসংস্থান করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বলা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে সাময়িকভাবে তাদের বেকারত্বের হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু অগণিত অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

বহিঃপরীক্ষার এই মারাত্মক ফলাফলের আরো সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে। নিম্নস্তরের শিক্ষার প্রসারের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও অনেক অভিভাবক আশা করেন মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত তাঁদের সন্তানটি এস, এস,সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এরপর কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। কিন্তু যখন তাঁরা দেখেন পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া কঠিন ব্যাপার তখন স্বাভাবিকভাবেই সন্তানের শিক্ষার প্রতি তাঁদের আগ্রহ কমে যাবে। ফলে স্কুল পরিত্যাগের হারও বেড়ে যাবে, নিম্নস্তরে ভর্তির হার হ্রাস পাবে। যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়, তাই উপরোক্ত কারণে সরকারের ঘোষিত সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নও বিঘ্নিত হতে পারে। কাজে কাজেই সরকারের পক্ষে নিরক্ষরতার হার হ্রাস করাও কঠিন হয়ে পড়বে। অবশ্য এর পরিণাম কিছুকাল পরে বুঝা যাবে। শিক্ষার প্রতি জনগণের বিমুখতা জাতির জন্য অভিশাপস্বরূপ।

পরীক্ষার ফলাফলের ভয়াবহতা যাতে হ্রাস করা যায় এবং শিক্ষাকে যেন জনগণের কল্যাণমুখী করা যায় তার জন্য কতিপয় সুপারিশ করা হল:

[illegible]

হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সামাজিক বিজ্ঞানের যে তিনটি বিষয় ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি এক সংগে উপস্থাপনা করা হয়েছে তাও তথ্যবহুল এবং কলেবরেও বেশ বিস্তৃত। ইংরেজী বিষয়ে যে নতুন রীতির ভাষা তত্ত্বের (transformational-generative type) ওপর জোর দেয়া হয়েছে—সে সম্পর্কে ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষকগণ অনেকেই কিছু জানেন না। তাঁদের সকলের জন্য সুনির্ধারিত প্রশিক্ষণ দরকার। মোটকথা, প্রায় সব বিষয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য বিষয় বিশেষজ্ঞ দ্বারা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে তোলা দরকার। এ সঙ্গে পাঠ্য বিষয়গুলোর একাডেমিক মর্যাদা রক্ষণের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

পাঠ্যক্রমের সফলতা অনেকাংশে শিক্ষকের ওপর নির্ভর করে। নতুন পাঠ্যক্রমের সঙ্গে শিক্ষকদের পরিচয়, জটিল ও নতুন বিষয় শিক্ষাদানের প্রস্তুতির জন্য ব্যাপকভাবে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

নতুন পাঠ্যক্রমের দুই ধারার পাশাপাশি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী যাদের অনেকেই মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে তাদের জন্য নবম শ্রেণী হতে কুদরত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রান্তিক বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি মাধ্যমিক স্কুল প্রথমে ন্যূনতম পক্ষে একটি করে কোর্স প্রবর্তন করে ভবিষ্যতে এর সংখ্যা বাড়াতে পারেন। কোর্সগুলো যতদূর সম্ভব স্থানীয় চাহিদা মিটাবে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সমাজ যৌথভাবে বৃত্তিমূলক কোর্সের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। এসব কোর্স পরিকল্পনার জন্য সরকারকে পর্যাপ্ত অনুদান প্রদান করতে হবে।

(৬) প্রচলিত বহিঃপরীক্ষার অসারতা সম্পর্কে আমাদের কোন সংশয় নেই। দশ বৎসর ধরে অধ্যয়ন করে ছাত্র-ছাত্রীদের এস এস সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া বস্তুত বহিঃপরীক্ষার ব্যর্থতার পরিচায়ক। এই পরীক্ষা সংস্কারের জন্য বহু চিন্তা-ভাবনা করা হলেও এ পর্যন্ত কোন অগ্রগতি হয়নি। কুদরত-এ-খুদা কমিশন ও অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতিতে বহিঃপরীক্ষা সম্পর্কে যে কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে তা ভেবে